পুরুষদের জন্য প্রার্থনা ক্যালেন্ডার, জানুয়ারী ২০২৫।

১. প্রার্থনা – 'যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিও; যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা করে, তাহাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করিও।'(লূক ৬:২৮)। এই কাজ আমাদের নিজেদের শক্তিতে করা অসম্ভব। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রভু যীশু থাকলে আমরা শান্তির পুরুষে পরিবর্তিত হতে পারি।

২. আমার – 'সদাপ্রভু আমার পালক।' (গীতসংহিতা ২৩:১ক)। এই 'আমার' শব্দটা সবকিছু পরিবর্তন করে দেয়। এই কারণে ঈশ্বরের প্রতি আমার নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। এই ভাবেই তিনি আমার জীবনকে একটি উত্তম পথে চালিত করতে পারেন, এবং আমার যত্ন নিতে পারেন। আর তাই আমি আনন্দ সহকারে তাঁকে অনুসরণ করি।

৩. সৎক্রিয়া – 'কারণ আমরা তাঁহারই রচনা, খ্রীষ্ট যীশুতে বিবিধ সৎক্রিয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট; সেগুলি ঈশ্বর পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।' (ইফিষীয় ২:১০)। আমাদের জন্য প্রস্তুত করা পরিস্থিতিতে প্রতিদিন তিনি আমাদের চালিত করেন। আমরা মনোযোগী হই এবং সেখানে আমাদের জন্য যে সৎক্রিয়া অপেক্ষা করছে সেটা করে যাই।

৪. ধন – 'কেননা ধনাসক্তি সকল মন্দের একটা মূল; তাহাতে রত হওয়াতে কতক লোক বিশ্বাস হইতে বিপথগামী হইয়াছে, এবং অনেক যাতনারূপ কন্টকে আপনারা আপনাদিগকে বিদ্ধ করিয়াছে।' (১তীমথিয় ৬:১০)। আমাদের উপরে ঈশ্বর অর্পিত সম্পত্তির আমরা কেবল মাত্র একজন প্রশাসক। সুতরাং, আসুন আমাদের কী অগ্রাধিকার সেটা আমরা বুঝি!

৫. বিবাহ – 'তদ্রূপ, হে স্বামিগণ, স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল পাত্র বলিয়া তাহাদের সহিত জ্ঞানপূর্ব্বক বাস কর, তাহাদিগকে আপনাদের সহিত জীবনের অনুগ্রহের সহাধিকারিণী জানিয়া সমাদর কর; যেন তোমাদের প্রার্থনা রুদ্ধ না হয়।' (১পিতর ৩:৭)। স্বামীরা, আপনাদের ঈশ্বর যে ভূমিকা পালন করতে দিয়েছেন, সেটা স্বীকার করুন, আর আপনার যাজকীয় কর্তব্য পালন করে আপনার পরিবারকে আশীর্বাদযুক্ত করুন।

৬. উপহার – উপহার পেতে খুবই ভালো লাগে। উপহার পেলে আবার কিছু মানুষের অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হয়। অন্যরা তাদেরকে কিছু দিলে তারা সেটা প্রত্যাখ্যান করে। যোহন তাঁর ৩:১৬তে বলে যে ঈশ্বর তাঁর প্রেমে, তাঁর সবচেয়ে মহান এবং সবচেয়ে উত্তম উপহার, তাঁর একজাত পুত্রকে আমাদের দান করেছেন, যাতে জগৎ তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পায়। প্রভু যীশুকে আপনার ত্রাণকর্তা রূপে স্বীকার করুন এবং তাঁর সাথে অনন্ত জীবনযাপন করুন।

৭. জীবনের জন্য – আজকের জগতের সংস্কৃতি বিবাহ, এবং বৈবাহিক সম্পর্ককে আপেক্ষিক এবং তুচ্ছকৃত করার বিষয়ে অনেকগুলি ধারণা সৃষ্টি করেছে। বাইবেল থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে ঈশ্বর বিবাহ দ্বারা মানুষকে একত্রিত করেন এবং জীবনের জন্য বিবাহ হচ্ছে একটি চিরস্থায়ী সম্পর্ক (১ করিন্থীয় ৭:৩৯)। ঈশ্বরের সাহায্যে আপনার বৈবাহিক জীবন সত্য অংশীদারীত্বের আনন্দকে প্রতিফলিত করে তোলে।

৮. শিষ্যত্ব – শিষ্যদের সাথে তাঁর শেষ সাক্ষাৎকারে, প্রভু তাঁদের শিষ্য করতে আজ্ঞা দিয়ে এই কথা বলেছিলেন: 'আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও।' (মথি ২৮:২০)। আপনি এমন একজন পিতা হন, যিনি তাঁর সন্তানদের তাঁর অনুকরণীয় জীবনের মাধ্যমে প্রভুকে অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেন।

৯. উদ্দেশ্য – 'তিনি বিনাশের গর্ত্ত হইতে, পঙ্কময় ভূমি হইতে, আমাকে তুলিলেন, তিনি শৈলের উপরে আমার চরণ রাখিলেন, আমার পাদসঞ্চার দৃঢ় করিলেন।' (গীতসংহিতা ৪০:২)। প্রভু যীশু বিহীন

জীবন একটি পঙ্কময় গর্তের মতো নোংরা, ভারসাম্যহীন এবং মলিন। সুতরাং, প্রভু যীশুর উপরে আস্থা রাখুন! তিনি আপনাকে জীবন, প্রত্যাশা এবং একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য দান করবেন। তাঁর সাথে, পাথরের উপরে হাঁটার মতো আপনি নিরাপদে এবং দৃঢ় ভাবে অগ্রসর হতে পারেন।

১০. জ্ঞান – নিরাপদ স্থানে বিনিয়োগ করা, কঠিন সময়ের জন্য সঞ্চয় করা, এবং জ্ঞানবানের মতো ব্যয় করা হচ্ছে স্বাস্থকর আর্থিক জীবনের বিষয়ে বাইবেলের নীতি। 'জ্ঞানীর নিবাসে বহুমূল্য ধনকোষ ও তৈল আছে; কিন্তু হীনবুদ্ধি তাহা খাইয়া ফেলে।' (হিতোপদেশ ২১:২০)। অধিক কি অল্প নয় কিন্তু বস্তু ও মূল্যের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহারই সত্যিকারের জ্ঞানের প্রকাশ ঘটায়!

১১. পরিকল্পনা – একটি নতুন বছরের সূচনায়, আপনি আগামী মাসগুলোতে কী কী করতে চান তার সমস্ত উদ্দেশ্যগুলি পর্যালোচনা করা, পরিকল্পনা তৈরী করা এবং নির্ধারণ করা স্থির করুন। মনে রাখবেন আমাদের পরিকল্পনার চেয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সব সময়ে অনেক উঁচু মানের। 'মানুষের মনে অনেক সঙ্কল্প হয়, কিন্তু সদাপ্রভুরই মন্ত্রণা স্থির থাকিবে।' (হিতোপদেশ ১৯:২১)।

১২. ন্যায়সঙ্গত – হে ঈশ্বর, জীবনকে কত অন্যায্য বলে মনে হয়। আমি যেদিকেই তাকাই অবিচার দেখতে পাই। তারপর আমি আপনার দিকে ঘুরে ক্রুশের দিকে দৃষ্টি দিই। সেখানে, আমার মতো অন্যায়কারীর জন্য আপনার মতো ন্যায়বান, একজন অধার্মিকের জন্য একজন ধার্মিক কষ্টভোগ করেছিলেন। আপনি আমাদের জন্য ন্যায়সঙ্গতকারী হয়েছেন। আমি খ্রীষ্টের মাধ্যমে ধার্মিক গণিত হয়েছি। আমি খ্রীষ্টে ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হয়েছি। হাল্লেলুয়া! (২ করিন্থীয় ৫:২১)

১৩. অনন্তজীবী পিতা – সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, এই পুরোনো জগৎ এবং তার মধ্যে থাকা সমস্ত কিছু ভেঙে পড়ছে। কোনো কিছুই স্থায়ী হচ্ছে না। এটা এতো হতাশাজনক যে অনেকসময় সব কিছু ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা হয়। আর তারপর আপনার দিকে দৃষ্টি দিই। আপনি হচ্ছেন অনন্তজীবী ঈশ্বর। খ্রীষ্টের একজন উত্তম সৈনিকের ন্যায় কঠিনতা সহ্য করতে দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিই। (যিশাইয় ৪০:২৮)

১৪. সর্বজ্ঞ – আমার যখন জানার প্রয়োজন হয় তখন আমার জানার বিষয়গুলো আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। কেবল মাত্র আপনি, হে ঈশ্বর, সব কিছু জানেন। আর তাই সব কিছু বুঝবার চেষ্টা করা আমি ছেড়ে দিই। খ্রীষ্ট যিনি আমার জ্ঞান, আমার প্রজ্ঞা, এবং আমার বোধশক্তি, আমি তাঁর দিকে দৃষ্টি রাখি। আমার যা জানা দরকার সেটা আমাকে জানাতে আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করি। (প্রেরিত ১৫:১৮)

১৫. আশ্চর্য্য ধন – প্রভু, আপনার অন্তরে বসবাসকারী উপস্থিতিরূপ আশ্চর্য্য ধনের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিই! সমস্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আপনার মধ্যে নিহিত আছে। আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উৎস হিসাবে আপনাকে স্বীকার করি। সুতরাং আমার যা জানার আছে, এবং যখন জানার আছে সেটা আমাকে জানতে দিতে আমি আপনার উপরে নির্ভর করি। (কলসীয় ২:২-৩)

১৬. ঈশ্বর মঙ্গলময় – প্রভু যীশু, ভালো কাজ করার দ্বারা, ঈশ্বর যে মঙ্গলময় সেটা আমাদের দেখানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিই। বিশ্বাস দ্বারা আপনি আমাদের একটি নতুন জীবন, আপনার জীবনকে দান করেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ! আমার জন্য আমি আপনার ধার্মিকতা অনুভব করেছি। আপনি যেমন আমার মঙ্গল করেছেন, আমরাও যেন অন্যের মঙ্গল করতে পারি। (গীতসংহিতা ১১৯:৬৮)

১৭. জেদ – 'যে পুনঃ পুনঃ অনুযুক্ত হইয়াও ঘাড় শক্ত করে, সে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহার প্রতীকার হইবে না।' (হিতোপদেশ ১৯:১)। আপনার জীবনে পবিত্র আত্মার কাজকে প্রতিহত করার জন্য

সাবধান থাকুন। তিনি আপনাকে অনুতাপের পথে চালিত করতে চান। জিদ করবেন না, বরং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হন। তিনি নম্রদের অনুগ্রহ করে থাকেন।

১৮. গুপ্ত ধন – 'স্বর্গ-রাজ্য ক্ষেত্রমধ্যে গুপ্ত এমন ধনের তুল্য, যাহা দেখিতে পাইয়া এক ব্যক্তি গোপন করিয়া রাখিল, পরে আনন্দ হেতু গিয়া সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিল।' (মথি ১৩:৪৪)। আপনি যদি প্রভু যীশুকে পেয়ে থাকেন, তাহলে এক মহা ধনের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি আপনার সব থেকে বড় আকাঙ্খাগুলি পূর্ণ করতে পারেন। মূল্য পরিশোধ করুন! কেবল তাঁর ও তাঁর রাজ্যের জন্য জীবনযাপন করুন!

১৯. হৃদয়ের কঠিনতা : 'অদ্য যদি তোমরা তাঁহার রব শ্রবণ কর, তবে আপন আপন হৃদয় কঠিন করিও না।' (ইব্রীয় ৩:১৫)। স্বাধীন ইচ্ছশক্তি হচ্ছে মানজাতির জন্য ঈশ্বরের দান। আমরা আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারি। আমরা নিজেরা এবং আমাদের পাপ ছাড়া কেউ আমাদের হৃদয়কে শ্রবণ করা থেকে আটকাতে পারে না। সুতরাং আপনি যদি ঈশ্বরের আহবান শুনতে পান তাহলে তাতে মনোনিবেশ করুন। তিনি আপনাকে আশীর্বাদ করতে এবং চালিত করতে চান।

২০. কোমল উত্তর : 'কোমল উত্তর ক্রোধ নিবারণ করে, কিন্তু কটুবাক্য কোপ উত্তেজিত করে।' (হিতোপদেশ ১৫:১)। মানসিক চাপ, হতাশা, এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব সহজেই দ্বন্দ্ব ও কটুবাক্যের দিকে চালিত করে। যখন আপনি খ্রীষ্ট, যিনি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত, তাঁর প্রতি আনুগত্যে নিজেকে সমর্পণ করেন তখন নিজেকে জানুন ও আপনার মন ও আবেগকে প্রশিক্ষিত করুন।

২১. অহংকার – 'তদ্রূপ, হে যুবকেরা, তোমরা প্রাচীনদের বশীভূত হও; আর তোমরা সকলেই এক জন অন্যের সেবার্থে নম্রতায় কটিবন্ধন কর, কেননা "ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন।" অতএব তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হস্তের নীচে নত হও, যেন তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদিগকে উন্নত করেন।' (১ পিতর ৫:৫-৬)। ঈশ্বরের মানদণ্ড মান্য করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, এমন কি যদি সেটা ভিন্ন সংস্কৃতি হয়, তাও। শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে প্রভু পুরস্কৃত করেন।

২২. পৃথকীকরণ – 'যে পৃথক্ হয় সে নিজ অভীষ্ট চেষ্টা করে, এবং সমস্ত বুদ্ধিকৌশলের বিরুদ্ধে উচ্চণ্ড হয়।' (হিতোপদেশ ১৮:১)। অন্য কেউ যদি আপনাকে হতাশ করে, তাহলে আপনি নিজেকে আলাদা করে ফেলার বিপদের মধ্যে থাকেন। ঈশ্বরকে এটা পরিবর্তন করতে দিন। তিনি তাঁর নিজের এবং অন্যদের সাথে একটি সম্পর্কস্থাপনের জন্য আমাদের সৃষ্টি করেছেন। ক্ষমা করতে ইচ্ছুক হন এবং প্রভু ও অন্যদের প্রেম করুন।

২৩. মঙ্গলতা – 'ভাল মানুষ আপন হৃদয়ের ভাল ভাণ্ডার হইতে ভালই বাহির করে।' (লূক ৬:৪৫)। বাইবেল যেমন বলে, তেমন ভাবে আমাদের একটি নতুন জন্ম লাভ করা উচিৎ এবং একটি নতুন হৃদয় গ্রহণ করা উচিৎ। পার্থক্য সৃষ্টি করুন! যীশু খ্রীষ্টকে আপনার হৃদয়কে পরিবর্তন করতে দিন আর তাঁর প্রতি বিশ্বাসে জীবন শুরু করতে দিন। তখন আপনি আপনার জগতকে মঙ্গলতায় পূর্ণ করতে পারবেন।

২৪. স্ব-ইচ্ছা – 'কেহ যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে, তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, প্রতিদিন আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাদগামী হউক।' (লূক ৯:২৩)। শিষ্যত্ব হচ্ছে প্রতিদিন নিজের ইচ্ছাকে যীশু খ্রীষ্টের কাছে সমর্পণ করা। ক্রুশ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে খ্রীষ্টের সাথে আমাদের পুরোনো স্বভাব মৃত্যুবরণ করেছে। এখন তিনি আমাদের তাঁকে অনুসরণ করতে এবং ঈশ্বরের সন্তানরূপে জীবনযাপন করতে সক্ষম করেন।

২৫. বিশ্রাম – 'হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে তুলিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাইবে। কারণ আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু।' (মথি ১১:২৮-৩০)। প্রভুর যা আপনাকে দিতে চান, তাতে 'হ্যাঁ' বলুন, তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করুন এবং তাঁর বিশ্রাম অনুভব করুন।

২৬. লাভ – 'বস্তুতঃ মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ খোয়ায়, তবে তাহার কি লাভ হইবে?' (মার্ক ৮:৩৬)। আমরা পুরুষেরা স্বল্পমেয়াদী লাভের সঙ্গে খুব সহজেই সাফল্যকে যুক্ত করে দিতে পারি। কিন্তু জ্ঞানী মানুষ দীর্ঘমেয়াদী বিষয় চিন্তা করেন! এই পৃথিবীতে আমাদের সময় সীমিত। আমরা এই জগতে যা কিছু লাভ করি তা সবই স্বল্পমেয়াদী। প্রভু আমাদের অগ্রাধিকার পুনঃবিবেচনা এবং অনন্তকালীন লাভের জন্য বিনিয়োগ করবার জন্য আমাদের আহবান করেন।

২৭. সংখ্যায় অধিক হওয়া – 'কেননা জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম, এবং অল্প লোকেই তাহা পায়।' (মথি ৭:১৪)। ঈশ্বর জগৎকে প্রেম করেন, যদিও অল্প লোকই তাঁর প্রেমের প্রতিদান দেন। তিনি সবাইকে যীশুর কাছে আসতে আহবান করেন, কিন্তু খুব অল্প লোকই ত্রাণকর্তার কাছে বিশ্বাসে নিজেদের সমর্পণ করেন। ভিড়ের মধ্যে সঠিক কাজ করা কখনো সম্ভব হয় না। ঈশ্বরের সাথে অগণিত হতে ইচ্ছুক হন।

২৮. বিরুদ্ধাচরণ – 'অতএব তুমি ও তোমার সমস্ত দল সদাপ্রভুরই প্রতিকূলে একত্র হইয়াছ।' (গণনাপুস্তক ১৬:১১)। কোরহ বিদ্রোহ করেছিল কারণ সে ঈশ্বরের সেবাকার্য্যকে গণতন্ত্রের ন্যায় বিবেচনা করেছিল। খ্রীষ্টকে স্মরণ করুন, যিনি মণ্ডলীর মস্তক এবং তিনি মণ্ডলীকে নিজের বল বা শক্তি অথবা সংখ্যাগরিষ্ট শাসন দ্বারা নয় কিন্তু আত্মা দ্বারা নেতৃত্ব দিতে চান।

২৯. সমাদর – 'বল ও সমাদর তাঁহার পরিচ্ছদ; তিনি ভবিষ্যৎকালের বিষয়ে হাস্য করেন।' (হিতোপদেশ ৩১:২৫)। একজন নারী যাঁর স্বামী তাঁকে সত্যিকরে প্রেম করেন এবং তাঁর ঈশ্বর প্রদত্ত সম্ভবনা বিকাশ করতে সক্ষম হন, তাঁর পরিবারের জন্য তিনি একটি আশ্চর্য্যজনক আশীর্বাদ। আর ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল আদমের উপযুক্ত সহকারিণী রূপে হবাকে সৃষ্টি করা। আপনার স্ত্রীকে প্রেম করতে শিখুন।

৩০. আত্মত্যাগের প্রেম – 'স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেইরূপ প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন।' (ইফিষীয় ৫:২৫)। বাইবেলের এই আজ্ঞা পালন করতে আমরা যে অক্ষম সেটা আমরা সততার সাথে স্বীকার করি। তাহলে আমরা খ্রীষ্টকে আমাদের মাধ্যমে জীবনযাপন করতে দিই। তাঁর আত্মত্যাগের প্রেম আমাদের বিবাহিত জীবনকে স্বর্গীয় করে তুলবে।

৩১. মুক্তি সন্নিকট – 'কিন্তু এ সকল ঘটনা আরম্ভ হইলে তোমরা ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিও, মাথা তুলিও, কেননা তোমাদের মুক্তি সন্নিকট।'(লূক ২১:২৮)। বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর প্রাকৃতিক বিপর্যয় যখন ঊর্ধগামী, ভয় পাবেন না, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট। মনুষ্যপুত্র যখন ফিরে আসবেন তখন তাঁর সম্মুখে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন।